যুগান্তর

তারিখ ... 22 JUL 2016 ...
পৃষ্ঠা ... 4 ... কলাম ... 7 ...

ভর্তি নিয়ে ভোগান্তির আশংকা

উচ্চশিক্ষায় ভর্তি সমস্যা দীর্ঘদিনের। এবারও এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। উচ্চ মাধ্যমিক ও সমমানের শিক্ষার ফলাফল বেশ ভালো হয়েছে। জিপিএ-৫ প্রাপ্তির সংখ্যাও আশাব্যঞ্জক। দেশে মেধাবী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে বলেই প্রতীয়মান হয়। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা স্বভাবতই চাইবে একটি ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে। দেশে ভালো মানের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব প্রকট। সরকারি হিসাবে দেশে বিভিন্ন ধরনের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন রয়েছে প্রায় ৮ লাখ। এবার এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় বিভিন্ন গ্রেডে পাস করেছে ৭ লাখ ২১ হাজার ৭৯ জন। এ অবস্থায় উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ভর্তি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবে প্রশ্ন রয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান ও পরিবেশ নিয়ে। পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ, সর্বোপরি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ নামকরা কলেজসহ বিভিন্ন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বড়জোর সোয়া লাখ শিক্ষার্থী ভর্তি হওয়ার সুযোগ পাবে। বাকিদের মধ্যে যারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল, তাদের অনেকে বিদেশের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাজীবন সচল রাখার স্বার্থে চলে যাবে। অন্যদের বাধ্য হয়েই পড়তে হবে সাব-স্ট্যান্ডার্ড মেডিকেল, প্রকৌশল অথবা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা সাধারণ মানের কলেজগুলোতে। দেশে বেশ কয়েকটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও সেগুলোর অধিকাংশেরই মান বলতে কিছু নেই। প্রাইভেট মেডিকেল ও প্রকৌশল কলেজগুলোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে থাকা অধিকাংশ সরকারি কলেজের অবস্থাও ভালো নয়। ইউজিসি থেকে বারবার তাগিদপত্র দেয়া হলেও পরিস্থিতির কোন উন্নতি হয়নি। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীরা যাবে কোথায়? আর অভিভাবকরাই বা কী করবেন? ভর্তির ক্ষেত্রে এ সমস্যা চলছে দীর্ঘদিন থেকে। কিন্তু কোন প্রতিকার নেই। প্রথম সারির মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসন সংখ্যার বিপরীতে ভালো ফলাফলকারীর সংখ্যা বেশি হওয়ায় এমনটি হচ্ছে। এ সমস্যার আপাত একটি সহজ সমাধান হতে পারে, মেডিকেলের মতো সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একই দিনে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে ভর্তি পরীক্ষা নেয়াসহ ফলাফল ঘোষণার ব্যবস্থা করা। তাহলে একই শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অহেতুক ছোটাছুটি করতে হবে না। বাড়তি খরচসহ অভিভাবকদের দুশ্চিন্তাও অনেকটা হ্রাস পাবে। তবে অধিকাংশ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান এই নিয়মে ভর্তি পরীক্ষা ও ফল ঘোষণার পক্ষপাতী নয়। কারণ ভর্তি ফরম বিক্রি ও পরীক্ষা নেয়া তাদের একটি নিজস্ব লাভজনক ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবার বিষয়ভিত্তিক ফরম বিক্রি করা হয়। এসব চলছে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর স্বায়ত্তশাসনের নামে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ইউজিসিসহ সংশ্লিষ্টরা যদি অভিন্ন প্রশ্নপত্রে একই দিন পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করে, তাহলে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি ও ব্যয় কিছুটা হলেও হ্রাস পেতে পারে। এর পাশাপাশি সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো উন্নয়নসহ সার্বিক মান বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে।